নষ্টচন্দ্রের চাঁদ

সান্যাল কোমরে লুঙ্গিটাকে কষে বাঁধতে বাঁধতে অতসী সেনের দিকে এগিয়ে এলেন।

উত্তেজিত গলায় বললেন, "শুনেছেন একবার আবদারখানা? শহর থেকে যুবসেনা আসছে, তাদের খান-পান-ভোগের ব্যবস্থা করতে কুড়ি টাকা করে চাঁদা দিতে হ'বে আমাদের। একি মামাবাড়ির মোয়া নাকি? অ্যাঁ? সরকারকে ট্যাক্স দিই না? দেশে পুলিস রয়েছে কি করতে?"

মুরুব্বি গোছের জনা চারেক লোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। পাড়ারই মাতব্বর এরা।

একজন বললো, "পুলিসের বয়ে গেছে আসতে। এলেও এক ধারসে বেধড়ক মার-ধোর, ধর-পাকড় করে চলে যাবে। যুবসেনা হ'ল গিয়ে আমাদের দলের লোক।"

সান্যাল তেরিয়া গলায় বললেন, "দল ফল বুঝি না মশাই। ন'টা পাঁচটা ডিউটি করে যা মাইনে পাই তাতে ডাঁয়ে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। ছাপোষা মানুষ আমরা। ওসব দলাদলি আমাদের পোষায় না।"

মুরুব্বি গোছের লোকটা নাক উঁচিয়ে বললো, "ঠিক আছে, না পোষায় চাঁদা দেবেন না। শুধু মনে রাখবেন। পরে যেন আমাদের দুষবেন না ----।

অতসী সেনের কাছ থেকে কুড়ি টাকা চাঁদা আগেই নেওয়া হয়ে গেছে। লোকগুলো আর বৃথা কালক্ষেপ না করে চলে গেল, সান্যালের দিকে আর একখানা নস্যাৎকারী কৃপাদৃষ্টি হেনে।

সান্যাল কয়েক মুহূর্ত প্রস্তরীভূত থেকে তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললেন "শ্-শালা।"

অতসী সেন দারুণ অস্বস্তি বোধ করলেন। সান্যাল ওঁর প্রতিবেশী। মানুষটি মন্দ নন। কিন্তু এই মুহূর্তে ওঁর খাটো লুঙ্গি পরিহিত আদুর দেহ, অমার্জিত শব্দসম্ভার ভারি লজ্জার কারণ হয়ে উঠেছিল অতসী সেনের পক্ষে; কারণ ঘরে উপবিষ্ট আরও দু'টি মানুষ যে সান্যাল সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করছে তা গোপন করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস প্রকাশ পাচ্ছিল না তাদের মুখাবয়বের হিমশীতল অভিব্যক্তিতে। ওরা যে অতসী সেনের গৃহে নবাগত অতিথি এবং কুটুম্ব স্থানীয়, এ তথ্যটা ঘরের আবহাওয়াকে আরও জটিল ও কষ্টকর করে তুলছিল তাঁর কাছে।

নাটুমামা ও মামীমা আসলে ওঁর খুড়তুতো বোন অমিতার শ্বশুর ও শাশুড়ি যথাক্রমে। অমিতা বয়সে অতসীর থেকে ঢের ছোট; কন্যাতুল্য না হ'লেও হাঁটুর বয়সী। নাটুমামাদের সঙ্গে আগে থেকেই ওদের পরিমিত পরিচয় ছিল। অমিতা যে ওই বনেদি পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হ'তে পেরেছে, সেটা দারুণ সৌভাগ্য ও গর্বের ব্যাপার ওদের কাছে। সেই নাটুমামাদের আজ ওর এই মফঃস্বলের ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটে সশরীরে উপস্থিতি ও আতিথ্য গ্রহণও দারুণ গর্বের ব্যাপার হ'ত ঘটনাচক্রের হেরফেরে। তবে কিনা এখন অবস্থাটা অন্য রকম।

অতসী সেনের কুটিরে সস্ত্রীক নাটুমামার পদার্পণ একেবারে স্বেচ্ছাকৃত নয়। দক্ষিণ-দর্শনে বেরিয়ে স্নেহাস্পদা পুত্রবধূর আবদারে অতসী সেনের ঠিকানা টুকে আনলেও, ধাপধাড়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরির ছোট্ট শহরতলিতে শরণ নেবার পরিকল্পনা স্বপ্নেও মনে স্থান পায়নি তাঁদের। কিন্তু বিধির লিখন। মধ্য পথে এসে শুনলেন সারা এলাকা জুড়ে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে, ট্রেন চলাচল বন্ধ। অবহেলায় লিখে আনা ঠিকানাটাই বিপদে আশ্রয় মিলিয়ে দিল অতসী সেনের স্বল্প আবাসস্থানে। অন্যসময় হ'লে মহামান্য অতিথিদের যথাযথ আতিথ্যে তুষ্ট অভিভূত করে কৃতার্থ হ'তেন অতসী সেন। কিন্তু এখন যে ওঁরই অবস্থা সঙ্গিন ----।

সোমেশ্বরপুর শহরতলিটা বড় নয়। সোমেশ্বর আহুজার সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ঘিরে কর্মীদের বাসস্থান। নানা মাপের ফ্ল্যাট। মজুরদের জন্য ঢালাও যৌথ শেড। কর্তাব্যক্তিদের জন্য আলাদা বাংলোবাড়ি। টাউনশিপের উত্তরে কালিয়ানাবাদ। দক্ষিণে সুজানপুর। পূব দিকে মীরপুর। পশ্চিমে পাটরাস। সমস্ত এলাকাটা ভাগ বাটোয়ারা হয়ে আছে

দু'তিনটে সম্প্রদায়ের মধ্যে, ধর্ম ও জাতের ভিত্তিতে। টাউনশিপে অবশ্য সব সম্প্রদায় ও ভাষাভাষী বিদ্যমান। রুজি-রোজগারের খোঁজে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা মানুষগুলো উদয়াস্ত পরিশ্রম করে নিজ নিজ পরিবারের ভরণপোষণের সংস্থান করে। ওরই মাঝে পুজোপার্বণে একটু আমোদ আহ্লাদ করে, প্রিয়জনকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে সচ্ছল ভবিষ্যতের।

অতসী সেন সোমেশ্বরপুরের একমেবাদ্বিতীয়ম বিদ্যামন্দিরের হেডমিস্ট্রেস। চিরকুমারী অতসী সেন আজীবন স্কুলের কাজেই ডুবিয়ে রেখেছেন নিজেকে এবং অনেকগুলি স্কুলে অভিজ্ঞতা অর্জন করে কয়েক বছর আগে এখানে এসে ভিড়েছেন। সোমেশ্বরপুরের শহরতলিটা ছোট হ'লেও বিদ্যামন্দিরের ছাত্রসংখ্যা কম নয়। আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে বহু ছেলেমেয়ে এখানে আসে। হেডমিস্ট্রেস হিসেবে অতসী সেনের সুনাম আছে। এখানে সকলেই ওঁকে বেশ খাতির করে। সেটুকুর ভরসাতেই এই দূর বিদেশে একা থেকে এসেছেন এতকাল। এতটুকু বিপন্ন বোধ করেন নি। কিন্তু এখন করছেন। সাম্প্রদায়িক গোলযোগের খবর খবরের কাগজের ছাপা অক্ষর ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এ তল্লাটের মানুষগুলোর দৈনন্দিন জীবনে। কেমন একটা থমথমে ভাব, চাপা গুঞ্জন চারধারে। মস্তান ছেলেগুলো রকবাজি ভুলে হঠাৎ ভারিক্কি, কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিসের যেন প্রস্তুতি চলেছে এলাকা জুড়ে।

কাগজওলা দু'দিন ধরে আসে না। অবশ্য তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নেই কারো। খবরের কাগজের খবরের চেয়ে জবর খবর তো এখানেই। আসল ঘটনাস্থল এখন এই শহরতলি ঘিরে। বার্তা এসেছে কালিয়ানাবাদ আর মীরপুরের গুণ্ডারা নাকি ছুরি শানাচ্ছে। শহরতলির বেজাত বাসিন্দাদের বেছে বেছে নিকেশ করবে তারা আগামী যে কোনও রাত্রে। ওদিকে সুজানপুর আর পাটরাসও চুপ করে বসে নেই। লাঠি-সোঁটা-বল্লম নিয়ে গোঁফে চাড়া দিচ্ছে তারাও, হুঙ্কারে মেদিনী কাঁপিয়ে। ---- এরকম নাকি হয়ে গেছে কয়েকবার। তবে অতসী সেনের আমলে এই প্রথম।

তাঁর স্কুলে সুজানপুর, পাটরাস, মীরপুর, কালিয়ানাবাদের বহু ছেলেমেয়ে পড়ে। অভিভাবকরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে স্কুলে এসে বাচ্চাদের খবর শুধিয়ে যায়, টিচারদের কাছে কখনো অভিযোগ জানাতে আসে, কখনো বা অকৃপণ কৃতজ্ঞতা। ইদ-পোঙ্গল-রামনবমী উপলক্ষে বয়ে

আনে গোলাপজলের খুশবু ভরা ফিরনি-সেমিয়া, কুড়মুড়ে মুরুক্কু, রকমারি নাড়ু-বরফি ও মোদকের উপঢৌকন। এদের মধ্যে কে যে তাঁর পক্ষে আর কে যে প্রতিপক্ষে একথা কোনদিন ভেবে দেখেননি অতসী সেন। নিজেকে কোনদিন কোনও বিশেষ দলভুক্ত বলে ভাবতে ভাল লাগে না তাঁর। সত্যি বলতে কি, বাড়ি ঘর ছেড়ে এত দূরে পড়ে থাকার সেটাও একটা কারণ বটে। দলছাড়া হয়ে বাস করার একটা স্বাধীনতা আছে, এক অপূর্ব বিস্তারকারী অনুভূতি আছে যা দলবেঁধে থাকার মধ্যে নেই। এখানে আচারে-বিচারে-ব্যবহারে অন্যদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর প্রয়াস থেকে তিনি মুক্ত; কারণ স্বভাবতই তিনি এঁদের দলের নন। (তাই কি? তবে হুট করে এক কথায় কুড়ি টাকা ওই মস্তানগুলোর হাতে গুঁজে দিলেন কি বলে? ওরা না হয় ওঁকে ওদের দলভুক্ত ভেবে নিয়ে অধিকারের দাবী জানাতে এসেছিল, উনি তো সে দাবী অস্বীকার করতে পারতেন। সান্যাল দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল ---- শ্‌শালা ! অতসী সেন দারুন অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্‌ করে উঠেছিলেন।)

নাটুমামা-মামী আজ প্রত্যুষে এই ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটবাড়িতে পদার্পণ করে অবধি মুহ্যমান হয়ে বসেছিলেন। অনেক বলে কয়েও চা বা খানকয়েক বিস্কুট সেবন করাতে পারেননি অতসী সেন। এই চক্রব্যূহ থেকে কিভাবে বার হবেন, কবে আবার ট্রেন চলাচল চালু হ'লে নির্বিঘ্নে নিজের কোটায় ফিরে যাবেন, সেই চিন্তা-ভাবনায় ভারাক্রান্ত ছিলেন উভয়ে। মস্তানরা চলে যেতেই বেশ ভাবান্তর দেখা গেল ওঁদের হাবে-ভাবে। নাটুমামা খোস মেজাজে গল্প-গুজব শুরু করলেন আর নাটুমামী স্নান-পান-আহার-বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

ছোট্ট দু'কামরার ফ্ল্যাট। সামনে পিছনে একফালি করে বারান্দা। বারান্দায় বসে শহরতলির জীবনযাত্রার অনেকখানি চোখে পড়ে। অদূরে শপিং সেন্টারে ঝাঁপিটানা দোকানের সারি। এদিকের ছোট ছোট ফ্ল্যাটগুলো ফ্যাক্টরির জুনিয়ার স্টাফদের। রাস্তার ওপারে বাঁদিকে তিন কামরার ফ্ল্যাট সব। ডানদিকেরগুলো আরও বড়, চার কামরার। আর সবচেয়ে চাঁই যারা, তাদের বাংলো বাড়িগুলো শহরতলির অন্যপাশে, একেবারে আলাদা এলাকায়। বাসস্থানের পরিধি বাসিন্দাদের পদমর্যাদার পরিচয় দেয়। কে কোন ধাপের, কোন মাপের মানুষ, তা জানতে হ'লে জেনে নাও কোন ব্লকের বাসিন্দা সে, ক'খানা কুঠরির অধিকারী ----। অবশ্য এটা হ'ল বারোমেসে হিসেব, সাধারণ অবস্থায় প্রযোজ্য। এখন

এই উত্তর-দক্ষিণ-পুব-পশ্চিম থেকে আসন্ন বিভীষিকা শহরতলির বাসিন্দাদের মাঝে নতুন নিয়মে খোপ কেটে গণ্ডী টেনে দিচ্ছে অদৃশ্য খড়িমাটি দিয়ে।

মুগডালের খিচুড়ি, পাঁপড়ভাজা আর ঘি। ঝুড়িতে পোয়াটাক আলু ছিল। নাটুমামী মানা করলেন সেগুলো রেঁধে বেড়ে শেষ করতে।

"ঘর বলে থাক ও ক'টা। তোমাদের যা অবস্থা দেখছি, যুবসেনা এসে পড়লেও সব মিটমাট হয়ে দোকানপাট খুলে বসতে বিস্তর দেরী হ'বে। খাবার- দাবার কিছু হাতে রাখা ভাল।"

নাটুমামা চেয়ারটা টেনে জুৎ করে পা দু'খানা বারান্দার রেলিঙে তুলে দিয়ে বললেন, "না না, যুবসেনা আসছে যখন আর কিছু ভাবতে হ'বে না। ভারি এফিশিয়েন্ট অর্গানাইজেশন। সেবার কান্তিপুরে দেখলে না?"

অতসী সেনের মনে পড়লো। সে বছর পুজোর ছুটিতে কান্তিপুরে গিয়ে দুই তরফের দুই বাহিনীর কার্যক্ষমতাই চাক্ষুষ করেছেন তিনি। যদিও ঘটনার পর পুরো দু'মাস কেটে গেছে তখন, তবু শহর জুড়ে যত্র তত্র অগ্নিদগ্ধ বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘর সাক্ষী ছিল দুই দলের নিঃসন্দেহ একাগ্রতা ও কর্মনিষ্ঠার। তাদের কার্যকুশলতার সবটুকু অবশ্য চোখে দেখেননি অতসী সেন। কাগজে বিবৃতি পড়েছিলেন, হতাহতের তালিকায় মানুষগুলোর বয়স ও বিবরণ ----।

দরজায় সন্তর্পণে টোকা দিচ্ছে কেউ। দরজা খুলে দেখেন সান্যাল-পত্নী শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে।

ঘরের মধ্যে অচেনা আগন্তুকদের দেখে ইতস্ততঃ করে বললেন, "আপনার ঘরে একটু আটা হবে?"

প্রশ্ন বা অনুরোধটা অতসী সেনকে লক্ষ্য করে।

নাটুমামা চশমাজোড়া নাকে নামিয়ে একদৃষ্টে মহিলার পানে চেয়ে রইলেন, দু'চোখে একরাশ বিস্ময় ফুটিয়ে।

নাটুমামী শ্লেষমিশ্রিত গলায় বললেন, "এমন দুর্দিনে কার ঘরেই বা আনাজের ছড়াছড়ি ! হাট-বাজার বন্ধ। যা আছে তাই দিয়েই কুড়িয়ে-

বাড়িয়ে চালাতে হ'বে কোনমতে। সবারই সেই অবস্থা।"

অতসী সেন দারুণ অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগলেন। সেবার তিনি জণ্ডিসে শয্যাশায়ী যখন, এই সান্যাল-গিন্নিই সেবা শুশ্রুষা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন তাঁকে। মাসাধিক কাল পথ্য রেঁধে খাইয়েছেন দু'বেলা। সান্যাল সাইকেলে পাড়ি দিয়ে দূর গ্রাম থেকে ক্ষেতের আখ, কচি অড়হর পাতা ও পুকুরের চারামাছ সংগ্রহ করে এনেছেন পত্নীর তাগিদে, অতসী সেনের সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে।

সান্যালের মতে, "মানুষের দরকারে যদি এটুকু না করতে পারলাম, তবে শালা মানুষ হয়ে জন্মে লাভ!"

তাঁর স্ত্রী মৃদুকন্ঠে যোগ দিতেন, "সংসারে কার কখন কি অবস্থা হয় কে বলতে পারে? আজ আপনার দরকার পড়েছে আমরা করছি, কাল আমাদের যখন দরকার পড়বে তখন আপনি অথবা অন্য কেউ করবে। এ নিয়ে আপনি এত সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন?"

আজ সামান্য একটু আটা চাইতে এসেছেন উনি। অতসী সেনের ভান্ডারে আটার ছড়াছড়ি নেই। একা মানুষের কতটুকুই বা প্রয়োজন - একরাশ আনাজ-পত্তরে ঘর বোঝাই করার পক্ষপাতি নন উনি। বাড়ির সামনে দোকানের সারি। দরকার মত যখন যা চাই দোকানিকে বললেই বাড়ি বয়ে দিয়ে যায়। একগাদা সামগ্রী সদা সর্বদা বাড়িতে মজুত রাখার কোনো মানে হয় না তাঁর মতে। তা বলে সেরখানেক আটা যে এ মুহূর্তে শ্রীমতী সান্যালকে দিতে পারা যেতো না তা নয়, কিন্তু নাটুমামার বিস্ফারিত দৃষ্টি ও নাটুমামীর অমন জোরালো উক্তির পর আর এগোতে ভরসা পান না অতসী সেন।

সান্যাল গিন্নি সঙ্কুচিত গলায় বললেন, "যাকগে, ঠিক আছে। আমি ভেবেছিলাম ----।" মহিলা চলে গেলেন।

"কি আক্কেল বলো দিকিনি? একি একটা দান খয়রাতের সময়? আসলে অতসীকে ভাল মানুষ পেয়েছে কিনা ----।"

নাটুমামা সবেগে মাথা নেড়ে মামীমার মন্তব্যে সমর্থন জানালেন।

সন্ধ্যা নাগাদ ট্রাকবোঝাই যুবসৈনিকদল এসে পড়লো। কোমরে গেরুয়া কোমরবন্ধ, কাঁধে নানাবর্ণের চাকতি আঁটা। ওই চাকতি বা 'ব্যাজ' দেখেই নাকি সেনা সংগঠনে পদের মাহাত্ম্য বোঝা যায়। এ ছাড়া হাবে-ভাবে, আকারে-প্রকারে শহরতলির মস্তানদের থেকে খুব একটা প্রভেদ বুঝতে পারলেন না অতসী সেন। যাদের আগ্রহ ও উদ্যমে উট্‌কো লোকগুলো সদলবলে ওঁদের নগন্য সাদামাটা শহরতলিতে আমদানি হ'ল, কুড়ি টাকা চাঁদার দরুন উনিও যে সেই পৃষ্ঠপোষকদের একজন, এ তথ্যটা মোটেও আরামদায়ক মনে হ'ল না তাঁর। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমের রণপিপাসু দুই দলের মাঝে এই এক তৃতীয় উপাদানের আবির্ভাবে ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়াবে কে জানে? তবে এ সম্বন্ধে কি-ই বা করতে পারেন উনি, একমাত্র দুর্ভাবনা করা ছাড়া।

কর্তৃপক্ষের কথামত শুক্রবার বেলাবেলি স্কুল বন্ধ করে দিয়েছেন। গোলমালের খবর পাবার পর আর কালক্ষেপ করেননি। আশে পাশের গ্রাম থেকে আসা ছেলেমেয়েগুলো ঠিকমত নিজেদের ঘরে গিয়ে পৌঁছতে পারলো কিনা তা নিয়ে একটা দুশ্চিন্তার কাঁটা অবশ্য খচ্‌খচ্‌ করছিল তাঁর মনে। তবে এ বিষয়ে আর কোনও খবর না পেয়ে 'নো নিউজ্‌ ইজ্‌ গুড নিউজ্‌' - বিশেষত এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় - এই ভেবে মনকে স্তোক দিচ্ছিলেন। গত চার দিন ধরে স্কুল বন্ধ। ফ্যাক্টরি বন্ধ। দৈনন্দিন রুটিন থামিয়ে চাপা উত্তেজনায় প্রতীক্ষা করছে সকলে পরবর্তী ঘটনার।

রাত্রে পরোটা আলুচচ্চড়ি খেয়ে আলো নিভিয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন ওঁরা। শোবার ঘরটা মামা-মামীকে ছেড়ে দিয়ে বৈঠকখানার মেঝেতে শতরঞ্চির উপর চাদর পেতে শুয়েছেন অতসী সেন। পাড়ার কারো ঘরেই আলো নেই। বাড়িঘর ঘুরঘুট্টি করে চুপিসারে ঘাপটি মেরে রয়েছে সবাই। উত্তর ও দক্ষিণের দুই পার্টি, যুবসেনা তিন নম্বর। এই তিন পার্টির কে কখন কোথায় কি করে বসে কে জানে ! শহরতলির বাসিন্দারা নিঃসাড়ে আত্মগোপন করে নৈর্ব্যক্তিক অন্ধকারে নিরাপত্তা খোঁজে। রাস্তার ওপারে, কম্যুনিটি হলে, যুবসেনার ঘাঁটি। এখন অবশ্য ওখানে বিশেষ ভিড় নেই। ছোট ছোট শৃঙ্খলাবদ্ধ দল শহরতলি চষে বেড়াচ্ছে, লাঠি-সোঁটা-বল্লম ঘাড়ে নিয়ে। দলের সঙ্গে পাড়ার মস্তানরাও রয়েছে। গুণমুগ্ধ স্তাবকের ভূমিকায়। মাঝে মাঝে উৎকট অট্টরোল ভেসে আসছে আশেপাশের এবং কিছুদূরের ব্লকগুলো থেকে। কন্টকিত অতসী সেন দু'হাতে বালিস খামচে ধরে ঘামতে থাকেন এই পাশবিক চিৎকারের

বীভৎস মর্মার্থ অনুধাবন করে।

হঠাৎ রাস্তার ওপারে হলঘর ঘিরে হুলুস্থুলু পড়ে যায়। 'চোর-চোর-ধর-ধর' রবে। গোলমালটা বেমানান। দাঙ্গাবাজির মাঝে হঠাৎ এ আবার কি? বহু লোকজনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। অতসী সেন সন্তর্পণে উঠে দরজা খুলে বারান্দায় উঁকি দিলেন।

পাশের বারান্দায় তিন ছায়ামূর্তি দেয়াল ঘেঁষে রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। অতসী সেনকে দেখে সাঁৎ করে সামনের দরজা দিয়ে মিলিয়ে গেল। দরজার পাল্লা দু'টো বন্ধ হয়ে গেল। অতসী সেন ওদের ডাকতে গিয়ে কি ভেবে থেমে গেলেন। আবছা অন্ধকারে সান্যাল গিন্নির ভয়ার্ত মুখ দেখতে পেয়েছেন অতসী সেন। সান্যালের মেয়ে দু'টি - রুবি আর ছবি ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। অতসী সেন এক ঝলক দৃষ্টি চালিয়ে ক্ষিপ্র পায়ে ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে দিলেন। ওঁর দু'কান দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে, থর থর করে কাঁপছে সমস্ত শরীর।

পাশের ঘর থেকে নাটুমামী ফিস্‌ফিস্‌ করে কিছু বললেন। অতসী সেন নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কতক্ষণ কেটেছে বোধ নেই তাঁর। অদূরে গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। রাস্তার ওপারে গোলমালটা যেন মন্ত্রবলে থেমে গেছে। লরী বোঝাই পুলিস - রাস্তার ওপর ভারি বুটজুতোর ক্ষিপ্র পদক্ষেপ - এদিক ওদিক থেকে পুলিসের হুইসিল - বাজখাঁই গলায় আদেশ-নির্দেশ।

"পুলিস এসে গেছে", নাটুমামা চাপা গলায় ঘোষণা করলেন, "বাড়ি বাড়ি এসে জবানবন্দী, খান-তল্লাসি শুরু হবে এবার।"

"ওমা, তাই নাকি !"

এরপর আর কোন বাক্যালাপ শোনা গেল না ওঘর থেকে। অতসী সেন খানিক আগের রহস্যটার মর্মোদ্ধারের নিষ্ফল প্রচেষ্টায় অন্ধকারে গলদ্‌ঘর্ম হতে থাকলেন। আদুর গায়ে, খাটো লুঙ্গি পরে, সান্যাল রাস্তার ওপারে যুবাবাহিনীর আড্ডাস্থলে কখন কি কারণে উপস্থিত হয়েছিলেন, উন্মত্ত লোকগুলো চোর-চোর বলে কেনই বা ওঁকে ঘিরে চেঁচাচ্ছিল, ওদের এলোপাতাড়ি মার থেকে কি অবস্থায় উদ্ধার পেলেন উনি এবং অতঃপর ওঁর কি গতি হ'ল অথবা হ'বে - রাতভোর ভেবে এর কোন

প্রশ্নেরই কূলকিনারা পেলেন না অতসী সেন।

ভোর রাত্রে কখন বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। চোখ মেলে দেখেন ঘর ভরা কড়া রোদ্দুর। ধড়মড় করে উঠে বসে হাতঘড়ি দেখলেন - মাগো ! দশটা বেজে গেছে। পাশের ঘরে নজর ফেলে দেখেন মামা মামী গভীর নিদ্রায় অচেতন। ঠেলাগাড়ি করে সবজি এনেছে ফেরিওলা প্রায় এক সপ্তাহ পর। থলি হাতে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন অতসী সেন। ঠেলাগাড়ি ঘিরে খদ্দেরের ভিড়। উত্তেজিত চাপা গলায় আলাপ আলোচনা।

গোলমাল নাকি মিটে গেছে। হায়দ্রাবাদে কারফিউ তুলে নেওয়া হয়েছে। ট্রেন চলাচল শুরু হয়ে গেছে নিয়ম-মাফিক।

"টাউনশিপের খবর কি? ফ্যাক্টরি খুলছে কবে?"

"কাল সারা এলাকা জুড়ে জবরদস্ত হাঙ্গামা হয়েছে মশাই রাতভোর। আপনারা জানেন না? আট-দশটা বাড়িতে হামলা করেছিল যুবাবাহিনীর লোক। তবে কিছুই পায়নি। বাসিন্দারা আগেই সরে পড়েছে সব।"

"কিন্তু যুবাবাহিনী তো শহরতলি ঘিরে পাহারা বসিয়েছিল যাতে কেউ পালাতে না পারে। কড়া নজর রেখেছিল পাড়ার মস্তানগুলো। তবে ওরা পালালো কখন এবং কোথায়?"

"তার খোঁজে কাজ কি? প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে, সেই ঢের। সত্যি, ভারি বিশ্রী হ'ত তা না হ'লে। সবাই এই ফ্যাক্টরির কর্মী আমরা, জাত-ধর্ম নিয়ে টানাটানি কেন? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা উপার্জন করি, ছেলেপুলে সংসার রয়েছে সকলের। এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হুজ্জৎ করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা শুধু।"

"আমরা মোটেও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিনি। করেছে বাইরের লোক।"

অদূরে গোটা চারেক পুলিস প্রহরী। অতসী সেনের মনশ্চক্ষে ফুটে উঠলো গত রাত্রের দৃশ্যটা - যুবাবাহিনীর লোকগুলো সান্যালকে বেধড়ক মারছিল। পাড়ার মস্তানও ছিল ক'টা।

ভেনুগোপাল বললো, "সান্যালকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। শুধু

তাই নয়, ওর বউ আর মেয়ে দু'টোকেও ধরে নিয়ে গেছে পুলিস।"

"সেকি! কেন?"

"ওমা, তাও জানেন না? কাল রাতদুপুরে অত শোরগোল হ'ল, কানে বালিশ গুঁজে শুয়েছিলেন নাকি?"

নাডিগের সাড়ম্বরে বিবরণ দেয়, "যুবাসৈনিকরা লিস্টি মিলিয়ে প্রতিপক্ষদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওদের আড্ডায় কেউ নেই, দু'জন পাচক ছাড়া। তাল তাল আটা মাখা হয়েছে। রুটি গড়ে, কাঠের উনুনে সেঁকে চাদরের উপর রাখছে সেই গোছা গোছা রুটি। ক্রমে রুটির পাহাড় তৈরী হয়ে গেল। খেতে বসতে এখনও ঢের দেরী আছে। কণিষ্ক ব্লকে হামলা চলছে তখন। হর্ষবর্ধন, অশোক, পৃথ্বিরাজ - সবগুলো ব্লক খুঁজে প্রতিপক্ষের একটা চুনোপুঁটিকেও সাবড়াতে না পেরে ভারি ক্ষেপে গিয়েছে ওরা। দরজা-জানলা, রেলিঙ-বারান্দার উপরই ঝাল ঝাড়ছে মরীয়া হয়ে। পাচক দু'জন দূর থেকে সেই অট্টধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। ভাল করে শোনার ও দেখার আশায় কখন বুঝি ঘাঁটি ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ হলঘরে একটা আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি এসে দেখে তাজ্জব ব্যাপার ! রুটির পাহাড়ের অর্ধেক আন্দাজ কোথায় উবে গেছে। বিড়ালের কাজ কি? কিন্তু অতগুলো রুটি বিড়ালে খাবে কি, এ যে জলহস্তীর খোরাক!

"ইতি-উতি খোঁজা-খুঁজি করতে গিয়ে পিছনের দেয়াল টপকে পলায়নোদ্যত সান্যালকে হাতে-নাতে ধরে ফেললো দু'জন। বস্তা-ভরা গরম রুটি, বস্তা ভেদ করে হল্কা বেরুচ্ছে তখনও। দুদ্দাড় কিল ঘুষি মেরে সান্যালকে কাবু করে ফেললো দু'জনে মিলে। ওদের চিৎকার শুনে যুবাবাহিনী ও মস্তানরা ছুটে এলো হন্তদন্ত হয়ে। এর খানিক পরেই পুলিসের আবির্ভাব। আর দেরী হ'লে সান্যালকে কিমা বানিয়ে রুটি সহযোগে খেয়েই ফেলতো বোধহয়। পুলিস এসে পত্রপাঠ গ্রেফ্তার করে ফেললো সান্যালকে। তারপর স্ত্রী ও কন্যাদ্বয়সহ তক্ষুনি জীপে বসিয়ে শহরে পাচার ----।"

অতসী সেনের সারা অন্তঃকরণ জুড়ে হাহাকার পড়ে যায়। আহা, কাল যখন আটা চাইতে এসেছিল মহিলা, কেন তাকে ফিরিয়ে দিলেন শূন্য হাতে? তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন ওদের এমন নিদারুণ অবস্থার

কথা? হায় হায়, ভদ্রলোককে শেষ অবধি রুটি চুরির দায়ে জেল খাটতে হবে ----।

"কিন্তু অতগুলো রুটি! এক বস্তা ! অত রুটি কি করবে সান্যাল? বাড়িতে তো মাত্র চারজন প্রাণী। মেয়ে দু'টো খুবই ছোট। কখানাই বা রুটি খায় ওরা?"

"ওই রুটির পাহাড় দেখে লোভ সামলাতে পারেনি হয়তো। হয়তো ভেবেছে দাঙ্গা আরও অনেকদিন ধরে চলবে। কয়েক সপ্তাহ কিংবা মাস। আবার যাতে চুরি করতে না বেরুতে হয় তাই একবারেই মাসান্তের রসদ জোগাড়ের তালে ছিল।"

"আহা, তাই কখনো হয়? সেঁকা রুটি কতদিন ধরে চালানো সম্ভব, ওর বাড়িতে ফ্রিজ-টিজেরও তো বালাই ছিল না।"

"হয়তো রুটিগুলো মওকা বুঝে বেচে ফেলতো। এখন এই দাঙ্গার সময় রান্নাবান্না করার মত মনের অবস্থা ক'জনের? রুটির ব্যবসা করে রাতারাতি বড়লোক হ'বার স্বপ্ন দেখছিল," আগরওয়াল হ্যা-হ্যা করে হাসতে থাকে নিজের রসিকতায়। সপ্তাহভর ধরে শঙ্কিত, চিন্তাক্লিষ্ট অবরুদ্ধ মানুষগুলো পুলিসের আগমনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

মামা-মামী তক্ষুনি বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নিয়ে যাত্রার জন্য তৎপর হ'লেন। কর্তৃপক্ষকে বলে গাড়ির ব্যবস্তা করেছিলেন অতসী সেন। ম্যাটাডর ভ্যানে চড়ে দেড় ঘন্টায় হায়দ্রাবাদে পৌঁছে গেলেন ওঁরা। মামা-মামীকে মিনার এক্সপ্রেসে তুলে দিয়ে রিফ্রেশমেন্ট রুমে বসে কফির অর্ডার দিলেন। ধুমায়িত কফিতে চুমুক দিতে দিতে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'লেন অতসী সেন। অনেকক্ষণ ধরে কি যেন চিন্তা করে সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘড়ি দেখলেন। ভ্যান ফেরৎ যেতে আরও ঘন্টা দু'য়েক দেরী। কফির দাম চুকিয়ে দ্রুত পায়ে বাইরে এসে একটা রিক্সাতে উঠে বসলেন।

এস.পি'র অফিসে পৌঁছে সরাসরি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন এবং কয়েক মুহূর্ত পরে মুখোমুখি হ'লেন তাঁর। নিজের বক্তব্য মনে মনে সাজিয়ে রেখেছিলেন। নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করলেন। মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো পুলিস সুপারের মুখে।

অমায়িক কন্ঠে বললেন, "এ কেসটার কথা আমি ভাল ভাবেই জানি। ইন্ ফ্যাক্ট কাল রাত্রে আপনাদের টাউনশিপে পুলিস পাঠানোর জন্য আমিই দায়ী।"

অতসী সেন বললেন, "তবে আপনি বলুন দেখি, এটা কি সঙ্গত হ'ল? ভদ্রলোক নেহাত নিরুপায় হয়ে রুটি চুরি করতে বাধ্য হ'ন, অবশ্য সত্যিই একে চুরি বলা যায় কি? ওই গুণ্ডাগুলো পাড়াসুদ্ধু লোকেদের নাজেহাল করেছে। নিরপরাধ মানুষের বাড়িঘর তছনছ করেছে। এইসব দাঙ্গাবাজ লোকগুলোর জন্যই তো দোকান-পাট সব বন্ধ, ক্ষুধার অন্ন পাচ্ছে না অনেকে। সে ক্ষেত্রে ভদ্রলোক যদি ওই রাশিকৃত রুটি থেকে এক থলি রুটি নিয়েই থাকেন ----"

"থলি নয়, বস্তা। প্রায় আধ মণ আটার রুটি ছিল তাতে। সেই রুটির ভারে ভারাক্রান্ত হয়েই পালাতে পারেননি উনি। হাতে-নাতে ধরা পড়লেন।"

অতসী সেন দমলেন না।

বলে চললেন, "সে যাই হোক। কিন্তু আপনি বলুন, এটা কি সাধারণ হিসেবে চুরির পর্যায়ে পড়ে? আর আপনারা এই অপরাধে শুধু ওঁকে নয়, ওঁর স্ত্রী, এমন কি কচি মেয়ে দু'টোকে অবধি ----" অতসী সেনের গলা বুঁজে আসে। চশমা খুলে শাড়ির খুঁটে চোখ মোছেন উনি।

পুলিস সুপারের ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠলো। দু'এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করলেন। স্থির দৃষ্টিতে অতসী সেনের মুখের দিকে চেয়ে কি যেন দেখছেন।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে তারপর মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত দিয়ে আলতোভাবে টেবিলে আঘাত করে বললেন, "ঠিক আছে। আপনাকে সব কথা বলা যায়। শুনুন মিস সেন, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। মিঃ সান্যালকে আমরা অ্যারেস্ট করিনি। ওঁর নিরাপত্তার জন্যই ওঁকে আটক করতে হয়েছিল কাল। সে কারণেই ওঁর স্ত্রী-কন্যাদেরও পুলিস নিয়ে এসেছে ওখান থেকে। ওখান ওদের জীবন বিপন্ন হতে পারতো ----।"

অতসী সেনের কন্ঠ দিয়ে বিস্ময়সূচক অর্ধস্ফুট একটা আওয়াজ বেরুলো।

পুলিস সুপার হাত তুলে ওঁকে আশ্বাস জানিয়ে বলে চললেন,

"হ্যাঁ। যুবাবাহিনী ও আপনাদের টাউনশিপের মস্তানরা সান্যালকে হাতে পেলে জ্যান্ত রাখবে না। তাদের চোখে সান্যালের অপরাধের শেষ নেই। প্রথমত সান্যালই শহরতলির অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে। যুবাবাহিনীর আগমনবার্তা উনিই পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে। আমার একমাত্র আফসোস, পত্রপাঠ পুলিস পাঠাইনি তখন। খবরটার গুরুত্ব যাচাই করতে গিয়ে কয়েক ঘন্টা সময় নষ্ট করেছি আর সেই সময়টাতে যুবাবহিনী ওখানে যথেচ্ছ তুলকালাম বাধিয়েছে।"

অতসী সেন হাল্কা গলায় বলেন, "সে যাই হোক, অন্তত প্রাণে মরেনি কেউ। এইসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সেটা কম কথা নয়।"

"সেও শুধু সান্যালের অসীম সাহসিকতার ফল। পুলিসে খবর পাঠিয়ে সান্যাল বসে থাকেনি। স্টোরের চার্জে ছিলেন সান্যাল। স্টোরের সব চাবি ওঁর কাছে থাকতো। টাউনশিপে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে ক'টি পরিবার ছিল সকলকে উনি স্টোরে আশ্রয় দিয়েছিলেন, যুবাবাহিনী এসে পড়ার আগেই। মস্তানরা টাউনশিপ ঘিরে দলের লোক বসিয়েছিল যাতে পরিবারগুলো নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরোতে না পারে। টাউনশিপের ভিতরেই যে কেউ তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবে, এ কথা তারা ভাবতে পারেনি। বসত বাড়ির দিকটাতেই গুণ্ডাগুলোর নজর ছিল। ফ্যাক্টরির মধ্যে স্টোর হাউসে ছেলেপুলে নিয়ে অতগুলো লোক আত্মগোপন করে আছে সে খবর তারা পায়নি। তাই অতগুলো প্রাণীর প্রাণরক্ষা হ'ল।

"কিন্তু জীবনধারণের জন্য শুধু নিরাপত্তাই যথেষ্ট নয়, আহার্যেরও প্রয়োজন। অতগুলো লোকের খাবার জোগাড় করা সোজা কথা নয়। দোকানপাট সব বন্ধ। বাড়িতে যা ছিল তাই দিয়ে প্রথম দিনটা কোনমতে চালিয়েছেন। কিন্তু দাঙ্গা তো আর নোটিস দিয়ে শুরু হয় না যে আগে-ভাগে আঁট-ঘাট বেঁধে ব্যবস্থা করে রাখবে লোকে। শেষে একেবারে অনন্যোপায় হয়ে বাহিনীর রসদ থেকে এক বস্তা রুটি পাচার করলেন সান্যাল। কিন্তু শেষরক্ষা হ'ল না ----।"

অতসী সেনের দুই গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এলো। এক অব্যক্ত আনন্দ ও বেদনায় ভরে ওঠে সারা দেহ-মন। পুলিস সুপারের অফিসের অপরিসর ঘরখানা যেন অদৃশ্য ধূপ-ধুনো-চন্দনের গন্ধে ভরপুর,

কানে ভেসে আসে ইন্দ্রপুরীর নৈসর্গিক সঙ্গীতের তান।

পুলিস সুপার বিষন্ন গলায় বলে চললেন, "জানেন মিস সেন, কলেজ জীবনে এক মনীষীর রচনা পড়েছিলাম। লিখেছেন - যে কোন সমাজ থেকে শতেক তথাকথিত মানুষের মধ্যে একজনই শুধু প্রকৃত মানুষ পাবে। বাকি নিরানব্বুই জনের মধ্যে ন'জন পাষণ্ড শয়তান আর নব্বুইজন মনুষ্য দেহধারী নির্বোধ গরু-ছাগল-ভেড়া পর্যায়ের জীব। পাষণ্ডগুলোর নানাবিধ ছল-চাতুরী- অনাচার নির্বিচারে মেনে নেয় চিন্তাশক্তিহীন মবেশীর দল। আর শতাব্দীর অন্যায়- অত্যাচার-অসদাচারের বেদনায় দগ্ধে মরে ওই একক মানুষ, যে কোনও অবস্থাতেই নিজের বিবেক, বিচারধারা ও মুনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে পারে না।

"পৃথিবীতে সে রকম মানুষ, সান্যালের মত মানুষ বিরল। জগতে এরাই হ'ল প্রকৃত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এরাই এ যুগের সবচেয়ে বিপন্ন উপজাতি ----।"